তারিখ MAY 24 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

দৈনিক সংবাদ

১৫১

শরীয়তপুরে ৪৭১টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

শরীয়তপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শরীয়তপুর জেলার ৬টি থানায় ৯শ' ৭১টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ৫শ'টি গ্রামে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও বাদবাকি ৪শ' ৭১টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে স্বাভাবিক কারণেই জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা তেমন প্রসারলাভ করার সুযোগ পায়নি।

শরীয়তপুর জেলায় প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যার ঘনত্ব ২ হাজার ৩ জন। এ জেলার সদর নড়িয়া, ডামুড্যা, গোসাঁইরহাট, ভেদরগঞ্জ ও জাজিরা থানায় মোট গ্রামের সংখ্যা ৯শ' ৭১টি। উল্লিখিত গ্রামের মধ্যে মাত্র ৫শ' গ্রামে ৫শ'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো ৪শ' ৩৭টি এবং বাকি ৬৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শরীয়তপুর জেলার আয়তনের ১ হাজার ১শ' ৭৭ দশমিক ১১ বর্গ কিঃ মিঃ তুলনায় জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম থাকায় স্বাভাবিক কারণেই এ জেলায় শিক্ষার হার তেমন বাড়েনি। জেলায় বর্তমানে শিক্ষার হার হচ্ছে ২৪ দশমিক ৪১ ভাগ, যা জাতীয় শিক্ষার হারের তুলনায় প্রায় অর্ধেক এবং পার্শ্ববর্তী জেলা মাদারীপুরের শিক্ষার হারের চাইতে ৯ দশমিক শূন্যভাগ কম। জেলার চরাঞ্চলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এত কম যে, গ্রামগুলো থেকে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতে হয়। শিক্ষার সুযোগ কম থাকায় হাজার হাজার ছেলেমেয়ে নিরক্ষর থেকে যাচ্ছে এবং নিরক্ষরদের হার দিন দিনই বাড়ছে। জেলার ৬টি থানার মধ্যে জাজিরা থানায় স্কুলের সংখ্যা সব থেকে কম। ৯৮ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট হলেও এ থানায় সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৬৫টি, অথচ ৯০ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট নড়িয়া থানায় সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১ শতাধিক। এই বৈষম্যমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার কারণে জাজিরা থানায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ও শিক্ষার হার খুবই নগণ্য। জেলার অবহেলিত এলাকাগুলোতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন বলে সমাজ সচেতন মহল মনে করছেন।